মনের শান্তির পথ

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

মনের শান্তির পথ

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

মনের শান্তির পথ

প্রথম সংস্করণ। 18 নভেম্বর, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সূচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানকে বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিত সমর্থন শেখপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত ছোট বইটি উভয় জগতের শান্তির পথের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করেছে। এই আলোচনাটি পবিত্র কুরআনের অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 177 এর উপর ভিত্তি করে:

ধার্মিকতা এই নয় যে, তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং [প্রকৃত] ধার্মিকতা হল সেই ব্যক্তির মধ্যে যে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান রাখে এবং ধন-সম্পদ দান করে। এর প্রতি ভালবাসা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী, পথিক, যারা [সাহায্যের জন্য] এবং দাস মুক্ত করার জন্য; [এবং যিনি] সালাত কায়েম করেন এবং যাকাত দেন। [যারা] প্রতিশ্রুতি দিলে প্রতিশ্রুতি পূরণ করে। এবং [যারা] দারিদ্র্য ও কষ্টে এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল। তারাই যারা সত্য এবং তারাই সৎকর্মশীল।"

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজনকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মন ও শরীরের শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

মনের শান্তির পথ

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 177

۞ لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ
ٱلۡأٓخِرِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلۡكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ
وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ
وَٱلۡمُوفُونَ بِعَهۡدِهِمۡ إِذَا عَٰهَدُواْۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي ٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلۡبَأۡسِۗ أُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ صَدَقُواْۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ ١٧٧

ধার্মিকতা এই নয় যে, তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং [প্রকৃত] ধার্মিকতা হল সেই ব্যক্তির মধ্যে যে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান রাখে এবং ধন-সম্পদ দান করে। এর প্রতি ভালবাসা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী, পথিক, যারা [সাহায্যের জন্য] এবং দাস মুক্ত করার জন্য; [এবং যিনি] সালাত কায়েম করেন এবং যাকাত দেন। [যারা] প্রতিশ্রুতি দিলে প্রতিশ্রুতি পূরণ করে। এবং [যারা] দারিদ্র্য ও কষ্টে এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল। তারাই যারা সত্য এবং তারাই সৎকর্মশীল।"

ধার্মিকতা এই নয় যে, তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং [প্রকৃত] ধার্মিকতা হল সেই ব্যক্তির মধ্যে যে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান রাখে এবং ধন-সম্পদ দান করে। এর প্রতি ভালবাসা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী, পথিক, যারা [সাহায্যের জন্য] এবং দাস মুক্ত করার জন্য; [এবং যিনি] সালাত কায়েম করেন এবং যাকাত দেন। [যারা] প্রতিশ্রুতি দিলে প্রতিশ্রুতি পূরণ করে। এবং [যারা] দারিদ্র্য ও কষ্টে এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল। তারাই যারা সত্য এবং তারাই সৎকর্মশীল।"

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তি যে কোনো পরিস্থিতিতে এবং যখন তারা যোগাযোগ করে এবং তাদের দেওয়া প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করে তখনই ধার্মিকতা এবং তাকওয়া প্রদর্শন করা উচিত। তাই প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সময় এটি আল্লাহর ঘর, কাবার দিকে মুখ করা থেকে অনেক বেশি বিস্তৃত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

" *ধার্মিকতা এই নয় যে আপনি আপনার মুখ পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরান..."*

যে ব্যক্তি ইসলামকে একগুচ্ছ আচার-অনুষ্ঠান হিসেবে পালন করে, সে এই বাস্তবতা বুঝতে ব্যর্থ হবে এবং তাই ইসলামের নির্দেশিত কয়েকটি দৈনিক ও সাপ্তাহিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করলেও সে সহজেই তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। এটি একটি প্রধান কারণ যার কারণে অনেক মুসলমান প্রতিদিনের বাধ্যতামূলক আচার-অনুষ্ঠান পালন করা সত্ত্বেও মানসিক শান্তি পেতে ব্যর্থ হয়, কারণ মানসিক শান্তি তখনই পাওয়া যায় যখন কেউ ইসলামকে একটি জীবন ব্যবস্থা এবং একটি সম্পূর্ণ আচরণবিধি তৈরি করে যা প্রভাবিত করে। তারা প্রতিটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং তারা কীভাবে তাদের দেওয়া প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করে।

উল্লিখিত ধার্মিকতার প্রথম দিকটি হল মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করা। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... *কিন্তু [সত্য] ধার্মিকতা হল [তার] মধ্যে যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে...*"

মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি সত্যিকারের বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে কর্মের মাধ্যমে বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করা। যারা মহান আল্লাহকে তাদের রব বলে বিশ্বাস করে, তারা অবশ্যম্ভাবীভাবে তাদের দাসত্ব গ্রহণ করবে। একজন সত্যিকারের বান্দা তাদের নিজের আনন্দের সন্ধান করে না, তারা অন্যের কাছেও তাদের খুশি করার আশা করে না। তারা তাদের প্রভুর সন্তুষ্টি এবং আনুগত্যকে অন্যান্য সমস্ত জিনিসের চেয়ে অগ্রাধিকার দেবে, যেমন মানুষের আনুগত্য করা এবং অনুসরণ করা, তাদের নিজস্ব ইচ্ছা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি। একজন বান্দার একমাত্র চাওয়া হচ্ছে তাদের প্রভুকে খুশি করা। উপরন্তু, একজন বান্দা স্বীকার করে যে তাদের নিজের জীবন সহ তাদের যা কিছু আছে সবই তাদের স্রষ্টা ও প্রভু মহান আল্লাহর। অতএব, তারা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করতে তারা ত্বরা করবে। একজন প্রকৃত বান্দা বুঝতে পারবে যে, মহান আল্লাহ তাদের স্রষ্টা এবং প্রভু এবং সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং প্রভু, তাই তারা তাঁর অবাধ্য হয়ে মানসিক শান্তি পেতে পারে না, কারণ তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয় সহ সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। মনের শান্তির আবাস। তাই তারা যে আশীর্বাদ পেয়েছেন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে তারা তাঁর আনুগত্যের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করবে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, কারণ এটিই উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

একজন ব্যক্তি যত বেশি এই পদ্ধতিতে কাজ করবে, মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাদের বিশ্বাস তত বেশি শক্তিশালী হবে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে, সে নিশ্চিত হবে যে বিচারের দিন তাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করা হবে। এটি তাদের আরও উৎসাহিত করবে তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবিকভাবে এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার মাধ্যমে, যার মধ্যে ইসলামিক শিক্ষা অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"...কিন্তু [সত্য] ধার্মিকতা সেই ব্যক্তির মধ্যে যে আল্লাহ, শেষ দিনে বিশ্বাস করে..."

অতএব, যে ব্যক্তি মৌখিকভাবে আল্লাহ, মহান এবং বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাসের দাবি করে কিন্তু কার্যত মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে ব্যর্থ হয়, ফলে বিচার দিবসের জন্য কার্যত প্রস্তুতি নিতে ব্যর্থ হয়, তাকে অবশ্যই তাদের বিশ্বাসের পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে, কারণ তাদের কল্যাণের অভাব। কাজগুলো তাদের আল্লাহ, মহান ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাসের অভাবের প্রমাণ।

পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন ও আমলের মাধ্যমে এবং পবিত্র কোরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐতিহ্যের দ্বারা নির্দেশিত মহাবিশ্বের নিদর্শনগুলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহ, মহান ও বিচার দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও শক্তিশালী করা যায়। তার উপর হতে উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ মহাবিশ্বের অগণিত ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেমগুলি পর্যবেক্ষণ করে, যেমন পৃথিবী থেকে সূর্যের নিখুঁত দূরত্ব, জলচক্র, মহাসাগরের ঘনত্ব, যা জাহাজগুলিকে তাদের উপর যাত্রা করার অনুমতি দেয় এবং সমুদ্রের জীবনকে উন্নতি করতে দেয়। তাদের, এবং আরো অনেক সিস্টেম, তারা একটি স্রষ্টার হাত পালন করবে. তাই অনেক নিখুঁতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেম এলোমেলো ঘটনার পরিণতি হতে পারে না। উপরন্তু, যদি একাধিক ঈশ্বর থাকে তাহলে তা বিশৃঙ্খলার দিকে পরিচালিত করবে কারণ প্রতিটি ঈশ্বর মহাবিশ্বের মধ্যে ভিন্ন কিছু কামনা করবে। এটি স্পষ্টতই ঘটনা নয় এবং তাই ইঙ্গিত করে একক ঈশ্বর, আল্লাহ, মহান। অধ্যায় 21 আল আম্বিয়া, আয়াত 22:

"তাদের মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত..."

এছাড়াও মহাবিশ্বের মধ্যে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে যা বিচার দিবসের আগমনকে নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে পুরোপুরি ভারসাম্যপূর্ণ সিস্টেমগুলি পর্যবেক্ষণ করে তখন তারা একটি প্রধান জিনিস লক্ষ্য করবে যা ভারসাম্যপূর্ণ নয়, যথা, মানুষের ক্রিয়াকলাপ। ভাল কাজকারী এই পৃথিবীতে তাদের পূর্ণ প্রতিদান পায় না এবং খারাপ কাজকারীরা তাদের পূর্ণ শাস্তি পায় না, এমনকি যদি তারা একটি সরকার দ্বারা শাস্তি পায়। এটা বোঝা যৌক্তিক যে একক স্রষ্টা, আল্লাহ, মহান, যিনি এই মহাবিশ্বের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করেছেন, তিনি একদিন মানুষের কর্মেরও ভারসাম্য আনবেন, যা এই বিশ্বের প্রধান ভারসাম্যহীন জিনিস। কর্মের এই ভারসাম্য ঘটানোর জন্য, মানুষের ক্রিয়াগুলি প্রথমে শেষ হতে হবে। এই বিচারের দিন যখন মানুষের কর্মের বিচার এবং ভারসাম্য চিরকাল থাকবে।

উপরন্তু, মহান আল্লাহ, একটি মৃত অনুর্বর জমিতে জীবন দান করার জন্য বৃষ্টি ব্যবহার করেন এবং সৃষ্টির জন্য একটি মৃত বীজকে জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তোলেন। একইভাবে, মহান আল্লাহ তায়ালা মৃত বীজের মত জীবিত করতে পারেন এবং দিতে পারেন মানুষ নামক মৃত বীজকে, যেটি পৃথিবীতে সমাধিস্থ রয়েছে। ঋতু পরিবর্তন স্পষ্টভাবে পুনরুত্থান দেখায়. যেমন শীতকালে গাছের পাতা মরে পড়ে এবং ঝরে পড়ে এবং গাছ প্রাণহীন দেখায়। কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে আবার পাতা গজায় এবং গাছে প্রাণ ভরে দেখা যায়। সমস্ত প্রাণীর ঘুম জাগরণ চক্র পুনরুত্থানের আরেকটি উদাহরণ। নিদ্রা মৃত্যুর বোন, ঘুমের ইন্দ্রিয় ছিন্ন হয়ে যায়। মহান আল্লাহ, তারপর একজন ব্যক্তির আত্মা তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন যদি তারা সেখানে বেঁচে থাকার নিয়ত করে থাকে, যার মাধ্যমে আবার ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জীবন দেওয়া হয়। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 42:

"আল্লাহ তাদের মৃত্যুর সময় আত্মা গ্রহণ করেন, এবং যারা মরে না তাদের ঘুমের সময় [তিনি গ্রহণ করেন]। অতঃপর তিনি যাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন তাদেরকে তিনি বহাল রাখেন এবং অন্যদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

এই উদাহরণগুলির প্রতিফলন এবং আরও অনেকগুলি স্পষ্টভাবে মানুষের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা এবং বিচার দিবসে এর প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দেয়।

ঈমানের একটি অত্যাবশ্যকীয় দিক হল অদৃশ্যে বিশ্বাস, যেমন জাহান্নাম, জান্নাত এবং ফেরেশতাদের অস্তিত্ব। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

“ … *কিন্তু [সত্য] ধার্মিকতা হল [তার] মধ্যে যে আল্লাহ , শেষ দিনে, ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস রাখে…*

অদৃশ্যে বিশ্বাস, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বাইরের জিনিসগুলি বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কারণ যা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা এবং বোঝা যায় সেগুলির প্রতি বিশ্বাসের মূল্য নেই এমন কিছুতে বিশ্বাস করার মতো যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। ইন্দ্রিয়, যদিও তারা তার অস্তিত্ব নির্দেশ করে লক্ষণ. এ কারণেই মহান আল্লাহ তার বিশ্বাসকে কবুল করবেন না যে বিচার দিবসে তাঁর একত্বের সাক্ষ্য দেয় কারণ তারা জাহান্নাম, জান্নাত এবং ফেরেশতাদের মতো অদৃশ্য বিষয় প্রত্যক্ষ করেছে। তাই ইসলামের শিক্ষা অধ্যয়ন ও আমলের মাধ্যমে সৃষ্টির অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে অদেখা জিনিসগুলিতে বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণার বাইরে চলে যাবে এবং এর পরিবর্তে তাদের ক্রিয়াকলাপে প্রতিফলিত হবে কারণ এটি তাদের আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মানতে উত্সাহিত করে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদের ঐতিহ্য, তার উপর শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক। উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি নিশ্চিত যে দু'জন ফেরেশতা ক্রমাগত তাদের সাথে আছেন যারা বিচার দিবসের প্রস্তুতির জন্য তাদের প্রতিটি কথা এবং কাজ লিপিবদ্ধ করছেন, তারা একা থাকা সত্ত্বেও তাদের কথাবার্তা এবং কাজকে নিয়ন্ত্রণ করবেন।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"…কিন্তু [সত্য] ধার্মিকতা সেই ব্যক্তির মধ্যে যে আল্লাহ, শেষ দিনে বিশ্বাস করে, ফেরেশতা, কিতাব…"

পবিত্র কুরআনে বিশ্বাসের সাথে এর বিভিন্ন দিক পূরণ করা জড়িত। এর মধ্যে রয়েছে এটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করা, এটি বোঝা এবং এর শিক্ষার উপর আমল করা। একজন মুসলমানকে অবশ্যই প্রথম স্তরে থাকা এড়িয়ে চলতে হবে যেখানে তারা কেবলমাত্র এমন ভাষায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে যা তারা বোঝে না। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের কিতাব নয়, এটি একটি হেদায়েতের গ্রন্থ। এর থেকে হেদায়েত তখনই অর্জিত হতে পারে যখন কেউ এটি বুঝতে পারে এবং তার উপর আমল করে। যেমন একটি মানচিত্র শুধুমাত্র একজনকে তাদের কাঙ্খিত গন্তব্যে নিয়ে যাবে যদি তারা এটি বুঝতে এবং তার উপর কাজ করে, পবিত্র কুরআন কেবল তখনই উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে যখন তারা এটি বুঝতে এবং আমল করে। দুঃখজনকভাবে, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন দিককে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হওয়া একটি প্রধান কারণ যে মুসলিমরা নিয়মিত এটি পাঠ করে তাদের মনের শান্তি পেতে ব্যর্থ হয়, কারণ তারা এর শিক্ষাগুলি বুঝতে এবং তার উপর কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এর উপর কাজ করা নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যা ফলস্বরূপ মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু যারা এর শিক্ষাগুলো বুঝতে এবং বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয় তারা অবশ্যম্ভাবীভাবে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে, যা শুধুমাত্র উভয় জগতেই মানসিক চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"...কিন্তু [সত্য] ধার্মিকতা সেই ব্যক্তির মধ্যে যে আল্লাহ, শেষ দিনে বিশ্বাস করে, ফেরেশতাগণ, কিতাব এবং নবীগণ..."

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে কার্যত তাঁদের জীবন-যাপন পদ্ধতি, তাঁদের আচার-আচরণ ও শিক্ষা যা পবিত্র কুরআনে আলোচিত হয়েছে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের সুন্দর আচার-আচরণ সংক্ষিপ্ত, পরিপূর্ণ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহৎ আচরণ দ্বারা পরিপূর্ণ। অতএব, একজনকে অবশ্যই তাঁর জীবন, শিক্ষা এবং মহৎ চরিত্রের উপর কার্যত শিক্ষা ও কাজ করার মাধ্যমে তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করতে হবে। অধ্যায় 33 আল আহজাব, আয়াত 21:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে একটি উত্তম আদর্শ রয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে এবং আল্লাহকে ঘন ঘন স্মরণ করে।"

এবং অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

এবং অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

অতএব, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার দাবি করা, তাঁর শিক্ষা ও চরিত্রের ওপর আমল করতে ব্যর্থ হওয়া এই মৌখিক দাবির পরিপন্থী। সবাই যেমন বিচারের দিনে তাঁর সুপারিশের আশা করে, তারা অবশ্যই বিচারের দিনে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার সম্ভাবনাকে ভয় করবে যদি তারা তাঁর ঐতিহ্য এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন, পবিত্র কুরআনের উপর শিখতে এবং কাজ করতে ব্যর্থ হয়। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 30:

"আর রসূল বলেছেন, "হে আমার রব, নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত জিনিস হিসেবে গ্রহণ করেছে।"

বিচার দিবসে যদি কেউ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার পরিবর্তে তার সুপারিশ কামনা করে, তবে তাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং তার ঐতিহ্যের শিক্ষা শিখতে হবে এবং আমল করতে হবে। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে, যা ফলস্বরূপ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

উপরন্তু, মৌখিকভাবে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার দাবি করা, তাঁর চরিত্র ও আচার-আচরণ অনুসরণে ব্যর্থ হওয়া ইসলামে কোনো মূল্য নেই, কারণ পূর্ববর্তী জাতিগুলোও তাদের নবী-রাসূল (সা.)-কে ভালোবাসার দাবি করে। তাদের কিন্তু তারা তাদের শিক্ষাকে কার্যত অনুসরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় পরকালে তারা তাদের সাথে একত্রিত হবে না। অতএব, যে ব্যক্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের সাথে একত্রিত হতে চায়, তাকে পরকালে বাস্তবিকভাবে তাঁর শিক্ষা ও চরিত্রের অনুসরণ ও আমল করতে হবে।

মহান আল্লাহ, তারপর বিভিন্ন উপায়ে উল্লেখ করেছেন যে তিনি আশা করেন যে মানুষ তিনি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করবেন, যেমন সম্পদ, সময়, শক্তি এবং তাদের সামাজিক প্রভাব। মহান আল্লাহ তায়ালা স্বীকার করেন যে, আশীর্বাদ ব্যবহার করা তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি লোকেরা প্রায়শই করে থাকে। নিজেদের, অন্য লোকেদের, সংস্কৃতি এবং ফ্যাশনের জন্য আনন্দদায়ক উপায়ে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে ঝুঁকছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"*... এবং সম্পদ দেয়, এর প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও ...*"

একজন ব্যক্তিকে প্রথমে বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহ একাই তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস সহ মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেন কে মানসিক শান্তি পাবে এবং কে পাবে না। অতএব, যে

আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করবে সে উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পাবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করা বেছে নেয়, সে মনের শান্তি পাবে না, যদিও তারা আনন্দ ও বিনোদনের মুহূর্তগুলো অনুভব করে, কারণ তারা মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ থেকে এড়াতে পারে না। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে

[অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

উপরন্তু, একজনকে এই পৃথিবীতে তাদের দেওয়া নেয়ামত এবং জান্নাতে পাওয়া নেয়ামতের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 43:

"... এবং তাদের বলা হবে, "এটি জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমরা যা করতে।"

এই আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন মুসলিম জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে, অর্থাত্ তাদেরকে উপহার হিসেবে এর মালিকানা দেওয়া হবে। এই কারণেই মুসলিমরা জান্নাতে যা খুশি তা করতে স্বাধীন থাকবে কারণ তাদেরকে এর মালিকানা দেওয়া হবে। অথচ এই জড় জগতের আশীর্বাদগুলো মানুষকে ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে, উপহার হিসেবে নয়। একটি উপহার মালিকানা নির্দেশ করে যেখানে একটি ঋণ মানে আশীর্বাদ অবশ্যই তার প্রকৃত মালিক অর্থাৎ মহান আল্লাহকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এই জড় জগতের নিয়ামত যা মানুষকে ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে তা ফেরত দেওয়ার একমাত্র উপায় হল সেগুলিকে ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা । এটি প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা এবং উভয় জগতের আশীর্বাদ ও করুণা বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"... যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাকে বৃদ্ধি করব [অনুগ্রহে]..."

পার্থিব নিয়ামত যা মানুষকে ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই তার প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহর কাছে স্বেচ্ছায় বা জোরপূর্বক ফেরত দিতে হবে। যদি তা স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে তারা প্রচুর সওয়াব পাবে কিন্তু যদি তা জোরপূর্বক ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যেমন তাদের মৃত্যুর মাধ্যমে, তাহলে এই নিয়ামত তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে ।

উপহার এবং ঋণের মধ্যে পার্থক্য বোঝা মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক যাতে তারা এই জড় জগতের আশীর্বাদগুলোকে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করতে উৎসাহিত হয়।

অতএব, দান করা আশীর্বাদের অপব্যবহার করার তাগিদ থাকা সত্ত্বেও, তাদের অবশ্যই একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যে তাদের চিকিত্সকের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, জেনেও এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, যদিও তাদেরকে তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর ওষুধ দেওয়া হয়। খাদ্য পরিকল্পনা। এই বুদ্ধিমান রোগী যেমন মানসিক ও শরীরের প্রশান্তি লাভ করবে, তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামি শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং তার উপর আমল করবে, সে কি পবিত্র কুরআন ও রেওয়ায়েতে বর্ণিত মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তিকে একটি সরল ইসলামিক নীতি মনে রাখতে হবে, একজন ব্যক্তি যত বেশি দেবে, তত বেশি অর্থ পাবে, তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তত বেশি ব্যবহার করবে, মহান, মনের

শান্তি, করুণা তত বেশি। এবং উভয় জাহানে তাদের বরকত দেওয়া হবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 92:

"তোমরা কখনই উত্তম [পুরস্কার] অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না কর। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে যে একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণ ঈমানের অধিকারী হবে না যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পছন্দের জিনিসগুলিকে উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক না হয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, মুসলমানরা তাদের খুশির জিনিসগুলিতে তাদের মূল্যবান সময় উত্সর্গ করতে পেরে খুশি। কিন্তু তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সময় দিতে অস্বীকার করে, বাধ্যতামূলক দায়িত্বের বাইরে যা দিনে এক বা দুই ঘন্টা লাগে। অগণিত মুসলমান এখনও বিভিন্ন আনন্দদায়ক কর্মকাণ্ডে তাদের শারীরিক শক্তি উৎসর্গ করতে পেরে খুশি, তাদের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছায় উপবাসের মতো মহান আল্লাহকে খুশি করে এমন জিনিসগুলিতে উত্সর্গ করতে অস্বীকার করে। সাধারণভাবে, লোকেরা যে জিনিসগুলি কামনা করে তাতে চেষ্টা করতে পেরে খুশি হয়, যেমন অতিরিক্ত সম্পদ অর্জন করা যার প্রয়োজন নেই যদিও এর অর্থ তাদের অতিরিক্ত পরিশ্রম রয়েছে এবং এখনও তাদের ঘুম ছেড়ে দিয়েছে, কতজন আল্লাহর আনুগত্যে এইভাবে চেষ্টা করে, মহান, ইসলামিক শিক্ষার রূপরেখা হিসাবে, তাকে খুশি করার উপায়ে তারা মঞ্জুর করা হয়েছে আশীর্বাদ ব্যবহার করে? কতজন স্বেচ্ছায় নামাজ পড়ার জন্য তাদের মূল্যবান ঘুম ছেড়ে দেয়?

এটা আশ্চর্যজনক যে মুসলমানরা এখনও বৈধ পার্থিব এবং ধর্মীয় আশীর্বাদ চায়, একটি সাধারণ সত্য উপেক্ষা করে। যে তারা কেবল তখনই এই জিনিসগুলি লাভ করবে যখন তারা তাদের কাছে থাকা নিয়ামতগুলি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট

করার উপায়ে উৎসর্গ করবে। কিভাবে তারা তাঁর কাছে ন্যূনতম জিনিস উৎসর্গ করতে পারে এবং এখনও তাদের সমস্ত স্বপ্ন অর্জনের আশা করতে পারে? এই মনোভাব অবিশ্বাস্যভাবে অদ্ভুত। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 15:

" যে একটি ভাল কাজ করে - এটি তার নিজের জন্য; আর যে মন্দ কাজ করে, তা তার [অর্থাৎ নফস বা আত্মার] বিরুদ্ধে। অতঃপর তোমাদের প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তন করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... এবং সম্পদ দান করে, এর প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও, আত্মীয়দের ..."

মহান আল্লাহ সর্বদা পবিত্র কুরআনের মধ্যে সর্বব্যাপী উপদেশ প্রদান করেন। এই ক্ষেত্রে, মহান আল্লাহ প্রায়শই পবিত্র কুরআনের মধ্যে একজনের আত্মীয়দের সাথে সদয় আচরণের আহ্বান জানান, কারণ শুধুমাত্র এই একক উপদেশের উপর কাজ করলেই সমাজে সমৃদ্ধি, শান্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে সদয় আচরণ করে, তাহলে বাইরের কোনো উৎস থেকে অন্য কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। এটি নিশ্চিত করবে যে প্রতিটি পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সাথে সদয় আচরণ করা হবে, যার ফলস্বরূপ সমগ্র সমাজের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

একজনকে অবশ্যই তাদের আত্মীয়দেরকে ইসলামে প্রশংসনীয় যেকোন বিষয়ে সাহায্য করতে হবে এবং দোষারোপ করার যোগ্য কোন কিছুর বিরুদ্ধে তাদের সতর্ক করতে হবে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

দুঃখের বিষয়, আজকে অনেক মুসলিম এই উপদেশ উপেক্ষা করে এবং পরিবর্তে তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক অনুযায়ী অন্যদের সাহায্য করে, তারা যে জিনিসটি তাদের সাহায্য করছে তা ভাল বা খারাপ তা নির্বিশেষে। একজন মুসলিমকে অবশ্যই নিম্নলিখিত আয়াতে উপদেশ দেওয়া ক্রম মেনে চলতে হবে এবং কেবলমাত্র তাদের আত্মীয়দেরকে সাহায্য করতে হবে যা সরাসরি আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের সাথে যুক্ত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, 83:

“... *আল্লাহ ছাড়া ইবাদত করো না; এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করুন এবং আত্মীয়দের সাথে..."*

একজনকে অবশ্যই তাদের আত্মীয়দের তাদের উপায় অনুযায়ী সাহায্য করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক সহায়তা। এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন একজন অন্যদের সাথে আচরণ করে যেভাবে তারা অন্যরা তাদের সাথে আচরণ করতে চায়। লোকেদের দ্বারা সংজ্ঞায়িত একটি ভাল আত্মীয়ের মান এবং সংজ্ঞার প্রতি খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাদের মান এবং সংজ্ঞা প্রায়শই ইসলামের দ্বারা নির্ধারিত সংজ্ঞা এবং মানকে বিরোধী করে। পরিবর্তে, একজনকে অবশ্যই

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের আত্মীয়দের অধিকার পূরণ করতে হবে, তারা তাদের আত্মীয়দের দ্বারা ভাল আত্মীয় হিসাবে বিবেচিত হোক বা না হোক। পরিশেষে, একজন মুসলমানকে কখনই পার্থিব কারণে তাদের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয়, যেমনটি সহীহ বুখারী, 5984 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি তাদের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। পার্থিব কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। উপরন্তু, যদিও একজন মুসলমান ধর্মীয় কারণে তার আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে, তবে কোন অংশে কম নয়, তার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ভাল জিনিসগুলিতে তাদের সাহায্য করা এবং খারাপ বিষয়ে সতর্ক করা। তাদের আত্মীয়কে তাদের বিপথগামী থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে উৎসাহিত করতে পারে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... *এবং সম্পদ দান করে, তার প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী অভাবী, মুসাফির, যারা [সাহায্যের জন্য] এবং দাস মুক্ত করার জন্য ...*"

এতিমদের প্রায়ই ইসলামী শিক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে কারণ তারা প্রায়শই তাদের সামাজিক দুর্বলতার কারণে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অতএব, একজন মুসলমানকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজে সামাজিকভাবে দুর্বল বলে বিবেচিত, যেমন এতিম এবং বিধবাদের সাহায্য করবে। এতিম এবং বিধবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা এই দিন এবং যুগে অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে কারণ কেউ এটি কয়েক মিনিটের মধ্যে অনলাইনে সেট আপ করতে পারে। এবং স্পনসরশিপের পরিমাণ প্রায়ই তাদের মাসিক ফোন বিলের চেয়ে কম হয়। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটিকে উপেক্ষা করা উচিত নয় কারণ এটি উভয় জগতে

মহান আল্লাহর অবিরাম সমর্থনের দিকে পরিচালিত করে। এটি সহীহ মুসলিম, 6853 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এতিমের যত্ন নেবে সে জান্নাতে তার নৈকট্য পাবে। সহীহ বুখারী, 6005 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত, যেমন একজন বিধবার যত্ন নেয়, তাকে সারা রাত নামাজ পড়া এবং প্রতিদিন রোজা রাখার সমান সওয়াব দেওয়া হবে। সহীহ বুখারী 6006 নং হাদিসে এটির উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রাতের নামায ও স্বেচ্ছায় রোযার মতো স্বেচ্ছাকৃত নেক আমল করা কঠিন মনে করে, তাকে এই সওয়াব অর্জনের জন্য এই হাদীসের উপর আমল করা উচিত। ন্যূনতম প্রচেষ্টার সাথে।

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, এটা মনে রাখা জরুরী যে, সর্বদা মনে রাখতে হবে যে তাদের কাছে যা কিছু আছে যেমন সম্পদ, মহান আল্লাহ তাদেরকে ঋণ হিসেবে দিয়েছেন, উপহার হিসেবে নয়। একটি ঋণ তার মালিককে পরিশোধ করতে হবে। মহান আল্লাহ তাদের প্রদত্ত ঋণ যেভাবে শোধ করেন তা হল তাদেরকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা। অতএব, যে ব্যক্তি অভাবীকে সাহায্য করে সে কেবল মহান আল্লাহর কাছে তাদের ঋণ শোধ করে। যখন কেউ এটি স্মরণ করে তখন এটি তাদের এমন আচরণ করতে বাধা দেয় যেন তারা আল্লাহ, মহান বা অভাবী ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করছে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব নিয়ামত দান করে এবং অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করার মাধ্যমে অগণিত পুরস্কার লাভের সুযোগ দিয়ে তাদের অনুগ্রহ করেছেন। এছাড়াও, অভাবী ব্যক্তি তাদের সাহায্য গ্রহণ করে দাতার একটি উপকার করেছেন। প্রত্যেক অভাবী ব্যক্তি যদি অন্যের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে তাহলে ঐশী শিক্ষায় বর্ণিত পুরস্কার কিভাবে পাবে? এই পয়েন্টগুলি মনে রাখা ভুল মনোভাব অবলম্বন করে তাদের পুরস্কার নষ্ট করা থেকে বিরত রাখবে।

পরিশেষে, অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা একজন ব্যক্তির যে কোনো বৈধ প্রয়োজন পূরণ করার অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক

চাহিদা রয়েছে। অতএব, কোন মুসলমান, যতই অল্প সম্পদের অধিকারী হোক না কেন, এই আয়াতের উপর আমল করা থেকে নিজেদেরকে ক্ষমা করতে পারে না।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... *এবং সম্পদ দান করে, এর প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী অভাবী, পথিককে...*"

পথিক হল সেই আগন্তুক যে ভিনদেশে আটকে আছে। আল্লাহ, মহান, মুসলমানদের তাদের প্রয়োজন হলে তাদের ভ্রমণে সাহায্য করার জন্য তাদের সম্পদের কিছু তাদের দিতে উত্সাহিত করেন। যার কাছে সম্পদ আছে তার উচিত এই অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা এবং তাদের যে কোন উপায়ে সাহায্য করা, যদিও তা তাদের খাদ্য বা পরিবহনের মাধ্যম দিয়ে বা তাদের ভ্রমণের সময় তাদের সাথে ঘটতে পারে এমন কোনো অন্যায় থেকে রক্ষা করা।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... *এবং সম্পদ দান করে, তার প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী অভাবী, মুসাফির, যারা [সাহায্যের জন্য] এবং দাস মুক্ত করার জন্য...*"

যুদ্ধ এবং যুদ্ধের সময় বন্দীকে ক্রীতদাস হিসাবে গ্রহণ করার বিষয়টি পরিচিত বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, ইসলাম দাস হিসাবে যুদ্ধের সময় বন্দীদের গ্রহণ নিষিদ্ধ করে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে অন্যায় সুবিধা পেতে পারে না। এটি শুধুমাত্র মুসলিম ক্রীতদাস জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হবে যখন অবিশ্বাসী দাস জনসংখ্যা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। তাই, ইসলাম প্রথমত ক্রীতদাসদের অবস্থার উন্নতির জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল যাতে তাদের সাথে সর্বোচ্চ সম্মান ও যত্নের সাথে আচরণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ দাসদের প্রতি এমন সদাচরণ করার তাগিদ দিয়েছেন যে তাদের সাথে পরিবারের সদস্যদের মতো আচরণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের আদেশ করেছেন যে তারা তাদের ক্রীতদাসদেরকে তা খাওয়াতে যা তারা নিজেরা খায়, তারা যে পোশাক পরে তারা একই পোশাক তাদের পরিধান করে এবং তাদের উপর কখনই কাজের চাপ না দেয় এবং পরিবর্তে তাদের সাহায্য করে। তাদের দৈনন্দিন কাজ। সহীহ মুসলিমের 4313 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উপরন্তু, ইসলাম একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করার কাজটিকে ভারী পুরস্কারের সাথে একটি অত্যন্ত সৎ কাজ করে দাসপ্রথাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার পদক্ষেপ নিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের দাসকে মুক্ত করেছিলেন, জামে আত তিরমিযী, 1541 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। উপরন্তু, ইসলাম কিছু গুনাহের জন্য প্রথম কাফফারা নির্ধারণ করেছে একটি দাস মুক্ত করা। . উদাহরণস্বরূপ, অধ্যায় 58 আল মুজাদিলা, আয়াত 3:

"এবং যারা তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে ইহার উচ্চারণ করে এবং তারপর তারা যা বলেছিল তার উপর ফিরে যেতে চায় - তারা একে অপরকে স্পর্শ করার আগে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করতে হবে। এর দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে; আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।"

যখন এই শিক্ষাগুলো ইসলামী সমাজের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়, তখন দাসদের সাথে পরিবারের সদস্যদের মতো আচরণ করা হয় এবং দাসপ্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল বলে শেষ পর্যন্ত তা নির্মূল করা হয়। দুঃখজনকভাবে, বিশ্বের কিছু অংশে, আর্থিক দাসত্বের মতো বিভিন্ন আকারে দাসত্ব এখনও বিদ্যমান। অতএব, মুসলমানদের অবশ্যই তাদের অর্থ, যেমন আর্থিক সহায়তা অনুযায়ী এটি সম্পূর্ণরূপে নির্মূলে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে।

একজনকে অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে থাকা ভাল কাজগুলিকে মানুষের এবং তাঁর মধ্যে থাকা ভাল কাজের আগে তালিকাভুক্ত করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... *এবং সম্পদ দান করে, এর প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী, পথিক, যারা [সাহায্যের জন্য] এবং দাস মুক্ত করার জন্য; [এবং কে] সালাত কায়েম করে...*"

এর অর্থ এই নয় যে তাদের এবং মহান আল্লাহর মধ্যে যে ভাল কাজগুলি রয়েছে তা স্থাপন করার প্রয়োজন নেই, তবে এর অর্থ হল যে তারা একটি সাধারণ ভুল ধারণার মধ্যে পড়বেন না যেখানে তারা বিশ্বাস করবে যে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের মধ্যে থাকা ভাল কাজগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করবে। নিজেরা এবং মহান আল্লাহ, তারা অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে এবং তাদের অধিকার পূরণে ব্যর্থ। যে ব্যক্তি এই মনোভাব নিয়ে বিচার দিবসে প্রবেশ করবে তাকে সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেউলিয়া ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। জনগণের প্রতি তারা জুলুম করেছে এবং প্রয়োজনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের

ভুক্তভোগীদের পাপ নিতে বাধ্য হবে। এটি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে। অতএব, একজন মুসলমানকে এই সাধারণ ভ্রান্ত ধারণা পরিহার করতে হবে এবং তার পরিবর্তে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহ, মহান ও মানুষের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে। এবং যেহেতু মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তিকে এমন দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তারা পূরণ করতে পারে না, তারা যদি সত্যিকারের চেষ্টা করে তবে তারা এটি অর্জন করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"*আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না...*"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"*...[এবং কে] সালাত কায়েম করে...*"

যেমন মহান আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে ধার্মিকতা 177 নং আয়াতের শুরুতে নামাযের সময় কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট দিকের দিকে ফিরে যাওয়ার বাইরে যায়, তিনি ফরয নামায কায়েম করার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন স্পষ্ট করার জন্য যে তাঁর প্রাথমিক বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে তাদের প্রার্থনাকে অবহেলা করুন, কারণ এটি এখনও ধার্মিকতা এবং বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

" *ধার্মিকতা এই নয় যে আপনি আপনার মুখ পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরান...*"

ফরয নামায কায়েম করার মধ্যে রয়েছে সেগুলোকে তাদের পূর্ণ শর্ত ও শিষ্টাচার সহ পূরণ করা, যেমন সময়মত আদায় করা। ফরয নামায কায়েম করা প্রায়শই পবিত্র কুরআনে বারবার বলা হয়েছে কারণ এটি মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব প্রমাণ। উপরন্তু, প্রতিদিনের প্রার্থনাগুলি সমস্ত বিস্তৃত হওয়ার কারণে, তারা বিচার দিবসের অবিচ্ছিন্ন অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে এবং কার্যত এর জন্য প্রস্তুতি নেয়, কারণ ফরয প্রার্থনার প্রতিটি পর্যায় বিচার দিবসের সাথে যুক্ত। যখন কেউ সঠিকভাবে দাঁড়াবে, এভাবেই বিচার দিবসে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 4-6:

“তারা কি মনে করে না যে, তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? একটি মহান দিনের জন্য যেদিন মানবজাতি বিশ্বজগতের পালনকর্তার সামনে দাঁড়াবে?

যখন তারা মাথা নত করে, তখন এটি তাদের অনেক লোকের কথা মনে করিয়ে দেয় যারা বিচারের দিনে পৃথিবীতে তাদের জীবনকালে মহান আল্লাহর কাছে নত না হওয়ার জন্য সমালোচিত হবে। অধ্যায় 77 আল মুরসালাত, আয়াত 48:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, রুকু কর, তখন তারা রুকু করে না।"

জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্যের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ না করাও এই সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত। যখন কেউ নামাযে সিজদা করে, তখন

এটা তাদের মনে করিয়ে দেয় কিভাবে মানুষকে বিচারের দিনে মহান আল্লাহকে সিজদা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। কিন্তু যারা পৃথিবীতে তাদের জীবনের সময় তাকে সঠিকভাবে সেজদা করেনি, যার মধ্যে তাদের জীবনের সমস্ত দিক থেকে তাঁর আনুগত্য জড়িত, তারা বিচার দিবসে এটি করতে সক্ষম হবে না। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 42-43:

"যেদিন পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, সেদিন তাদেরকে সেজদা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে কিন্তু তা করতে বাধা দেওয়া হবে। তাদের দৃষ্টি অবনত, অপমান তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। এবং তারা সুস্থ থাকা অবস্থায় সেজদায় আমন্ত্রিত হবে।"

শেষ বিচারের ভয়ে শেষ বিচারের দিনে মহান আল্লাহর সামনে এই অবস্থানে বসে থাকবে । অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 28:

"এবং আপনি প্রত্যেক জাতিকে [ভয় থেকে] নতজানু অবস্থায় দেখতে পাবেন। প্রত্যেক জাতিকে তাদের আমলনামায় ডাকা হবে [এবং বলা হবে] "আজ তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে যা তোমরা করতে।"

যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে নামাজ আদায় করবে সে তার নামাজ সঠিকভাবে কায়েম করবে। এর ফলে তারা নিশ্চিত করবে যে তারা নামাজের মধ্যে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করবে। অধ্যায় 29 আল আনকাবুত, আয়াত 45:

"...প্রকৃতপক্ষে, প্রার্থনা অনৈতিকতা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে..."

এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত আশীর্বাদগুলোকে ব্যবহার করা।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... এবং যাকাত দেয়..."

বাধ্যতামূলক দাতব্য হল একজনের সামগ্রিক আয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং শুধুমাত্র তখনই দেওয়া হয় যখন একজনের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকে। বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করার একটি উদ্দেশ্য হল এটি একজন মুসলিমকে মনে করিয়ে দেয় যে তাদের কাছে থাকা সম্পদ তাদের নয়, অন্যথায় তারা তাদের ইচ্ছামত ব্যয় করতে স্বাধীন হবে। সম্পদ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের সৃষ্টি এবং দান করেছেন, এবং তাই তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী ব্যবহার করা আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে, একজনের কাছে থাকা প্রতিটি নেয়ামতই কেবল একটি ঋণ যা তার সঠিক মালিক মহান আল্লাহকে পরিশোধ করতে হবে। এটি অর্জিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি এই সত্যটি বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং পরিবর্তে এমন আচরণ করে যেন তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদান করা

হয়েছিল, যেমন তাদের সম্পদ, সেগুলি তাদেরই এবং তাই বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করা থেকে বিরত থাকে, সে শাস্তির মুখোমুখি হবে, ঠিক সেই ব্যক্তি যে অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। পার্থিব ঋণ একটি জরিমানা সম্মুখীন. উদাহরণ স্বরূপ, সহীহ বুখারি, 1403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক দান না করে, সে একটি বড় বিষাক্ত সাপের সম্মুখীন হবে যা বিচারের দিন তাকে ক্রমাগত দংশন করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180:

"আর যারা [লোভের বশবর্তী হয়ে] আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। কেয়ামতের দিন তারা যা আটকে রেখেছিল তা তাদের ঘাড়ে বেষ্টন করা হবে..."

এই পৃথিবীতে, তারা যে সম্পদের উপর বাধ্যতামূলক দাতব্য দান করতে ব্যর্থ হয় তা তাদের মানসিক চাপ এবং দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, কারণ তারা মনে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে যে মহান আল্লাহ তাদের যে আশীর্বাদ দিয়েছেন তার উপর তাদের অধিকার রয়েছে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... *[যারা] তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করে যখন তারা প্রতিশ্রুতি দেয়...*"

বৈধ কারণ ছাড়াই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ভণ্ডামির একটি দিক। সহীহ বুখারী, ২৭৪৯ নং হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। যে ব্যক্তি মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে, তার আশংকা করা উচিত যে আখেরাতে তাদের সাথে তাদের পরিণতি হতে পারে। তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই তাদের দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। এর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি, প্রতিটি পরিস্থিতিতে যখন তারা তাঁকে তাদের রব বলে মেনে নেয়। এই আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই প্রতিশ্রুতি একটি বাস্তবসম্মত। অতএব, এটি মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের কথা মৌখিকভাবে দাবি করার বাইরে চলে যায়। মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করাও গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিচারের দিন এর জন্য একজনকে জবাবদিহি করতে হবে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 34:

"...এবং [প্রতিটি] প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিশ্রুতি সর্বদা [যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে]।"

এই প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্যে অব্যক্ত এবং অলিখিতগুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন যখন একজনের সন্তান হয়। একটি সন্তান থাকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পিতামাতাকে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে সন্তানের অধিকার পূরণের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করে। এই প্রতিশ্রুতির মধ্যে পার্থিব বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত, যেমন ব্যবসায়িক লেনদেন এবং আর্থিক লেনদেন। একজন মুসলমানের উচিত হবে না তাদের পার্থিব বিষয়গুলোকে তাদের ধর্মীয় বিষয় থেকে আলাদা করার চেষ্টা করা যখন তাদের জীবনের পার্থিব দিকগুলোকে বিশ্বাস করে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি কোন আগ্রহ নেই। এটি একটি মূর্খ মনোভাব কারণ ইসলাম হল একটি সম্পূর্ণ জীবন বিধান এবং আচরণবিধি যা একজন ব্যক্তির প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসকে প্রভাবিত করে এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে তারা জড়িত থাকে, সেগুলি জাগতিক বা ধর্মীয় হোক না কেন। অতএব, যে কোনো দায়িত্ব পালনের আগে অবশ্যই গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, কেননা এই জগতের সকল দায়িত্বই কোনো না কোনো প্রতিশ্রুতির দ্বারা আবদ্ধ, যে বিষয়ে বিচার দিবসে প্রশ্ন করা হবে।

এখন পর্যন্ত ১৭৭ নং আয়াতে, কৃতজ্ঞতার বিভিন্ন দিক তালিকাভুক্ত করা হয়েছে যেখানে একজনকে ইসলামিক শিক্ষার রূপরেখা অনুযায়ী মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... এবং সম্পদ দান করে, এর প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী, পথিক, যারা [সাহায্যের জন্য] এবং দাস মুক্ত করার জন্য; [এবং যিনি] সালাত কায়েম করেন এবং যাকাত দেন ; [যারা] প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে যখন তারা প্রতিশ্রুতি দেয়..."

মহান আল্লাহ, তারপর বাকি অর্ধেক উল্লেখ করেছেন যা কৃতজ্ঞতা, অর্থ, ধৈর্যের সাথে আবদ্ধ। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... এবং [যারা] দারিদ্র্য ও কষ্টে এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল..."

দারিদ্র্যের মধ্যে ধৈর্যের মধ্যে রয়েছে নিজের সীমিত বিধান সম্পর্কে অভিযোগ করা এড়িয়ে যাওয়া এবং বেশি বিধান দেওয়া লোকদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া এড়ানো। একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের জন্য সর্বোত্তম জিনিস দান করেন, যদিও এটি তাদের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 42 আশ শুরা, আয়াত 27:

" আর যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য [অতিরিক্ত] রিযিক প্রসারিত করতেন তবে তারা সারা পৃথিবীতে অত্যাচার চালাত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে ইচ্ছা নাযিল করেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে অবগত ও সর্বদ্রষ্টা।"

অতএব, তাদের যে বিধান দেওয়া হয়েছে তা মেনে নিতে হবে এই বিশ্বাসে যে যতদিন তারা বেঁচে থাকবে ততদিন তাদের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ন্যূনতম বিধানের নিশ্চয়তা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে মানবজাতির বিধান বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং তাই কারও দ্বারা বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যায় না। সহীহ মুসলিম, 6748 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 6:

"এবং পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যে তার রিযিক আল্লাহর উপর রয়েছে এবং তিনি এর বাসস্থান ও সংরক্ষণের স্থান জানেন। সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট রেজিস্টারে রয়েছে।"

অতএব, একজনকে অবশ্যই তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে, এটি তাদের জন্য ইতিমধ্যে বরাদ্দ এবং গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে জেনে হালাল বিধান অর্জনের চেষ্টা করে, যদিও এটি বোঝা কঠিন।

উপরন্তু, একজন মুসলমানকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে মানসিক শান্তি, যা তর্কযোগ্যভাবে সবচেয়ে বড় পার্থিব আশীর্বাদ, যা অনেক পার্থিব জিনিসের অধিকারী হওয়ার মাধ্যমে পাওয়া যায় না। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করার সাথে এটি সরাসরি যুক্ত। অতএব, যে কেউ মনের শান্তি পেতে পারে, তার কাছে যত জাগতিক জিনিসই থাকুক না কেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

তদুপরি, অনেক পার্থিব জিনিস থাকার কারণে সাধারণত কেবলমাত্র সেগুলিকে অপব্যবহার করা হয়, যার ফলস্বরূপ উভয় জগতেই অসুবিধা, ঝামেলা এবং চাপের দিকে নিয়ে যায়, এমনকি যদি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

তাই, মহান আল্লাহ তায়ালা যা কিছু দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত এই নিয়ামতগুলোকে তাঁর সন্তুষ্টির উপায়ে ব্যবহার করে মানসিক প্রশান্তি লাভের চেষ্টা করতে হবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... এবং [যারা] দারিদ্র ও কষ্টে ধৈর্যশীল..."

প্রথম জিনিসটি লক্ষ্য করা উচিত যে পরিস্থিতির শুরু থেকেই ধৈর্য দেখাতে হবে। সময়ের সাথে সাথে একটি পরিস্থিতির একটি অবাঞ্ছিত ফলাফল গ্রহণ করা প্রত্যেকের সাথে ঘটে, এমনকি যারা অধৈর্য। গ্রহণ করা তাই ধৈর্যের মতো নয়। জামে আত তিরমিযী, 2389 নং হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অতএব, একজনকে নিশ্চিত করতে হবে যে তারা পরিস্থিতির সূচনা থেকেই ধৈর্য ধারণ করবে এবং এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত তাদের ধৈর্য বজায় রাখবে, কারণ অনেক লোক ধৈর্যের সওয়াব হারাতে পারে। ভবিষ্যত তারিখে অধৈর্য দেখানোর মাধ্যমে।

কষ্টের মধ্যে ধৈর্য ধরার মধ্যে রয়েছে নিজের কাজ বা কথার মাধ্যমে অভিযোগ করা এড়িয়ে চলা এবং মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখা, যার মধ্যে ইসলামিক শিক্ষার রূপরেখা অনুযায়ী তাকে খুশি করার জন্য দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। দৃঢ় বিশ্বাস একজনকে সমস্ত পরিস্থিতিতে এবং বিশেষ করে, কষ্টের সময়ে ধৈর্য ধরে রাখতে সাহায্য করবে। দৃঢ় ঈমান অর্জিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যসমূহ শিখে এবং আমল করে। যে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করে সে কিছু সত্য বুঝতে পারে যা তাকে কষ্টের মধ্যে ধৈর্য ধরে রাখতে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ, তারা বুঝতে পারবে যে এই জীবনে তাদের মুখোমুখি হওয়া প্রতিটি পরিস্থিতি অনিবার্য এবং তারা কখনই তাদের এড়াতে পারেনি। জামি আত তিরমিযী, 2516 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 57 আল হাদীদ, আয়াত 22-23:

" পৃথিবীতে বা তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিপর্যয় আসে না, তবে আমরা একে সৃষ্টি করার পূর্বে তা একটি রেজিস্টারে থাকে - নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্য এটি সহজ। যাতে আপনি যা এড়িয়ে গেছেন তার জন্য আপনি হতাশ না হন..."

যে নিয়তির অনিবার্য ও অনিবার্য প্রকৃতি বোঝে সে অভিযোগ করবে না কারণ তাদের অভিযোগ কোনোভাবেই ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে না। এটি কেবলমাত্র সেই পুরস্কারটি মুছে ফেলবে যদি তারা এর মাধ্যমে ধৈর্য ধরে থাকে।

উপরন্তু, যে দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সে বুঝতে পারে যে এই পৃথিবী পরীক্ষা এবং কষ্টের জায়গা যাতে যারা মহান আল্লাহর প্রতি অনুগত, তারা যারা নয় তাদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। অধ্যায় 67 আল মুলক, আয়াত 2:

" [তিনি] যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে আমলে উত্তম..."

অতএব, কষ্টের মুখোমুখি হওয়া এই পৃথিবীতে জীবনের একটি অনিবার্য এবং অনিবার্য দিক। এই স্বীকৃতি একজনকে কষ্টের সম্মুখীন হলে বাকি রোগীদের সাহায্য করবে।

অধিকন্তু, যে দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সে সবসময় মনে রাখবে যে, যত কঠিন কষ্টই হোক না কেন, নিঃসন্দেহে ধৈর্যের সাথে তা মোকাবেলা করার শক্তি

তাদের আছে, কারণ মহান আল্লাহ কখনই কোন আত্মাকে তার সহ্য করার চেয়ে বেশি বোঝা দেন না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286:

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না..."

এই সত্যটি সর্বদা একজনকে ধৈর্য ধরে রাখতে সাহায্য করবে, কারণ ধৈর্য প্রায়শই হারিয়ে যায় যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তারা একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া সহ্য করতে পারে না।

আরেকটি সত্য যা দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী ব্যক্তি বোঝেন যে, মহান আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করেন যে প্রত্যেকের জন্য যা ভাল, তা তাদের কাছে স্পষ্ট না হলেও। যেহেতু একজন ব্যক্তির জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত, তারা মহান আল্লাহর আদেশের পিছনের প্রজ্ঞা বুঝতে পারে না, যার জ্ঞান সমস্ত কিছুর বাইরে এবং বিস্তৃত। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

এই আয়াতটি কতটা সত্য তা বোঝার জন্য একজনকে কেবল তাদের জীবন নিয়ে চিন্তা করতে হবে। প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যখন তারা বিশ্বাস করেছিল যে কিছু ভাল ছিল, শুধুমাত্র এটি তাদের জন্য

চাপের উৎস হয়ে ওঠে এবং যখন তারা বিশ্বাস করে যে কিছু খারাপ ছিল, শুধুমাত্র এটি তাদের জন্য মঙ্গলের উৎস হয়ে ওঠে। এই সত্যটি বোঝা কষ্টের মুখোমুখি হওয়ার সময় ধৈর্য ধরে রাখতে সাহায্য করবে।

এই সমস্ত এবং আরও অনেক সত্য এমন একজন ব্যক্তির হৃদয়ে উন্মোচিত হয় যে ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং তার উপর আমল করে এবং এর ফলে ঈমানের নিশ্চিততা লাভ করে। এর ফলে তারা প্রত্যেক পরিস্থিতিতে বিশেষ করে কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্যশীল এবং মহান আল্লাহর প্রতি বাধ্য থাকা নিশ্চিত করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... এবং [যারা] দারিদ্র্য ও কষ্টে এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল..."

বিশেষভাবে বলতে গেলে, সাহাবায়ে কেরামকে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য পবিত্র কোরআনে বারবার সতর্ক করা হয়েছিল, কারণ তাদের শত্রুরা মদিনায় হিজরত করার পরেও ইসলাম ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিরলসভাবে তাড়া করবে। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 89:

" তারা চায় তুমিও কাফের হও যেমন তারা অবিশ্বাস করেছিল যাতে তোমরা একই রকম হতে পার..."

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... এবং [যারা] দারিদ্র্য ও কষ্টে এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল..."

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যুদ্ধের সাথে মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার জন্য প্রচেষ্টা করা জড়িত, যার মধ্যে একজনকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, যদিও একজন মুসলিম নিরলসভাবে তাদের নেয়ামতের অপব্যবহার করতে প্রলুব্ধ হবে। মঞ্জুর করা হয়েছে। এই প্রলোভন সোশ্যাল মিডিয়া, সংস্কৃতি, ফ্যাশন, তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং একজনের আত্মীয় সহ অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে আসে। এই সমস্ত প্রলোভনের মোকাবিলা করতে এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। এই ধরনের ধৈর্য 177 শ্লোকে উল্লিখিত অন্যান্য প্রকারের তুলনায় যুক্তিযুক্তভাবে কঠিন, কারণ এটি ক্রমাগত এবং নিরলস। মুসলমান যেদিকেই ফিরে আসবে তাদেরকে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। প্রকৃতপক্ষে, এই দিন এবং যুগে, সোশ্যাল মিডিয়া অবাধে উপলব্ধ এবং অ্যাক্সেসযোগ্য হওয়ায় এমন প্রলোভনের মুখোমুখি হওয়ার জন্য একজনকে তাদের শয়নকক্ষ ছেড়ে যাওয়ার দরকার নেই। এই সমস্ত শক্তিকে অতিক্রম করা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর ধৈর্য ধারণ করা সম্ভব, যখন একজন দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করে। দৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হয় যখন কেউ ইসলামী শিক্ষা শিখে এবং আমল করে। দৃঢ় বিশ্বাস একজনকে সেই পথের মধ্যে পার্থক্য করতে দেয় যা উভয় জগতের মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায় এবং যে পথটি উভয় জগতেই চাপ, সমস্যা এবং দুঃখের দিকে পরিচালিত করে। এই ক্ষেত্রে, যে দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সে বুঝতে পারবে যে তারা যদি তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে, তবে তাদের কাছে যে আশীর্বাদ রয়েছে তা

তাদের জন্য মানসিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি যদি তারা আল্লাহ, উন্নত, একা তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় নিয়ন্ত্রণ করে, মনের শান্তির আবাস। ইসলামের শিক্ষায় এবং অনেক ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যারা দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী তার কাছে এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যারা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করে এবং কীভাবে তা তাদের মানসিক চাপ, দুঃখ, হতাশার দিকে নিয়ে যায়। মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, পদার্থের অপব্যবহার এবং আত্মহত্যার প্রবণতা, এমনকি যদি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

বিপরীতভাবে, যে দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সে বুঝতে পারবে যে যতক্ষণ তারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করবে, ততক্ষণ তারা উভয়

জগতেই মানসিক শান্তি পাবে, তাদের কাছে যত জাগতিক জিনিসই থাকুক না কেন, এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ, ইসলামী শিক্ষায় এবং এমন অসংখ্য লোকের উদাহরণ রয়েছে যারা এই জীবন পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলেন এবং এর মাধ্যমে মানসিক শান্তি লাভ করেছিলেন। অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অতএব, যে দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী সে এই বাস্তবতা বুঝতে পারবে এবং সেইজন্য প্রতিনিয়ত সেই প্রলোভনের বিরুদ্ধে লড়াই করবে যা তাদেরকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করে। যে ব্যক্তি এই ব্যাপক অশান্তি, বিদ্রোহ ও প্রলোভনের যুগে এমন আচরণ করবে তাকে এমন পুরস্কৃত করা হবে যেন সে তার জীবদ্দশায় মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হিজরত করেছিল। সহীহ মুসলিমের ৭৪০০ নম্বর হাদীসে এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

উপরন্তু, একজন ব্যক্তি এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলির সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়া হ্রাস করে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করার জন্য এই প্রলোভনের সাথে লড়াই করার জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করতে পারে। মানুষ এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় উপাদানে লিপ্ত হওয়াকে যত কম করবে, মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকা এবং তাঁর আনুগত্যকে অন্য সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়া তত সহজ হবে। এই ব্যক্তিকে তাদের জীবনে তৃপ্তি, তাদের বিষয় সংশোধন এবং সহজ উপায়ে তাদের রিযিক পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। জামি আত তিরমিযী, 2465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যেখানে, যে ব্যক্তি জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে লিপ্ত হয় সে তাদের দেওয়া নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা কম হবে। প্রকৃতপক্ষে, তারা মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার চেয়ে বস্তুগত জগতের উপভোগকে অগ্রাধিকার দেবে। পূর্বে উদ্ধৃত একই হাদিস এই ধরনের ব্যক্তিদের সন্তুষ্টির অভাব সম্পর্কে সতর্ক করে, তাদের বিষয়গুলির কোন সংশোধন এবং তাদের নিশ্চিত রিযিক তাদের কাছে অনেক কষ্টে পৌঁছাবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... *এবং [যারা] দারিদ্র্য ও কষ্টে এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল...*"

যারা ১৭৭ নং আয়াতে উল্লিখিত বিশ্বাস ও ধার্মিকতার বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করে তারা যখন ইসলামকে তাদের বিশ্বাস বলে সাক্ষ্য দিয়েছিল তখন তাদের কথার প্রতি সত্য ছিল। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

ধার্মিকতা *এই নয় যে, তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং [সত্য] ধার্মিকতা হল সেই ব্যক্তির মধ্যে যে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান রাখে এবং সম্পদ দান করেও। এর প্রতি ভালবাসা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী, পথিক, যারা [সাহায্যের জন্য] এবং দাস মুক্ত*

করার জন্য; [এবং যিনি] সালাত কায়েম করেন এবং যাকাত দেন। [যারা] প্রতিশ্রুতি দিলে প্রতিশ্রুতি পূরণ করে। এবং [যারা] দারিদ্র্য ও কষ্টে এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল। তারাই যারা সত্য হয়েছে..."

তাই এই আয়াতটি ইসলামে বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণা হিসাবে একজনের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করার গুরুত্ব নির্দেশ করে যদি এটি কর্ম দ্বারা সমর্থিত না হয় তবে এটি যথেষ্ট ভাল নয়। উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্য পাওয়ার জন্য কর্মই প্রমাণ এবং মুদ্রার প্রয়োজন যা ধার্মিকদের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে, যারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে। পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

"... *তারাই যারা সত্য এবং তারাই ধার্মিক।"*

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যারা তাদের দেওয়া আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, এমনকি তারা মৌখিকভাবে ইসলামে বিশ্বাসের দাবি করলেও, তারা দেখতে পাবে যে তাদের কাছে যে আশীর্বাদ রয়েছে তা উভয় জগতে তাদের জন্য চাপ, দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি উপভোগ করুন, কারণ মহান আল্লাহ একাই তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস নিয়ন্ত্রণ করেন। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

উপরন্তু, যে তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয় তাকে অবশ্যই ভয় করতে হবে যে তারা এই পৃথিবী ছাড়াই চলে যেতে পারে। এর কারণ হল ঈমান হল একটি গাছের মত যাকে অবশ্যই ভালো কাজের মাধ্যমে পুষ্ট করতে হবে। সূর্যের আলোর মতো পুষ্টি লাভ করতে না পারা উদ্ভিদ যেমন মরে যায়, তেমনি

ভালো কাজ করতে ব্যর্থ ব্যক্তির ঈমানও নষ্ট হতে পারে। এটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

তাই তাদের কথার প্রতি সত্য হতে হবে যখন তারা ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করে ইসলামকে তাদের বিশ্বাস বলে ঘোষণা করে, যদি তারা উভয় জগতের মানসিক শান্তি ও সাফল্য চায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 177:

ধার্মিকতা *এই নয় যে, তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং [সত্য] ধার্মিকতা হল সেই ব্যক্তির মধ্যে যে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান রাখে এবং সম্পদ দান করেও। এর প্রতি ভালবাসা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী, পথিক, যারা [সাহায্যের জন্য] এবং দাস মুক্ত করার জন্য; [এবং যিনি] সালাত কায়েম করেন এবং যাকাত দেন। [যারা] প্রতিশ্রুতি দিলে প্রতিশ্রুতি পূরণ করে। এবং [যারা] দারিদ্র্য ও কষ্টে এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল। তারাই যারা সত্য এবং তারাই সৎকর্মশীল।"*

বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400+ English Books / كتب عربية / اردو كتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
AudioBooks : https://shaykhpod.com/books/#audio
ছবি: https://shaykhpod.com/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe

অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod